শ্রেণিবদ্ধ

নামপদবি পরিবর্তন

আমি সেখ খাদেজা বিবি, স্বামী- হায়দার সেখ, সাং- কৃষ্ণনগর, থানা- ধানতলা জেলা- নদীয়া, পঃবঃ পিন ৭৪১৫০১, ইং- ১৮.০৭.২৪ তারিখে রানাঘাট Executive Magistrate-এর এফিডেভিটে আমার পিতা আব্দুল খালেক মন্ডল ও মালেক মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। 243/5

আমি চৈতালী রায়, স্বামী- আনন রায়, সাং, পোঃ ও থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ পিন ৭৪১২০২, আমার ইং ২০০৬ সালের ১৭২০ নং দলিলে ডাক নাম পলি রায়, স্বামী- আনন রায় লিপিবদ্ধ আছে। ইং ২৯.৪.২৪ তারিখে রানাঘাট Executive Magistrate-এর এফিডেভিট বলে আমি চৈতালী রায় ও পলি রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম। 243/9

I, BISWANATH GHAR s/o Late Bhriguram Ghar and Sandhya Rani Ghar (mother) Presently and Permanently Residing at FRAV - 29, Ulhas Mini Township, Jothram,P.O - Burdwan, P.S - Burdwan, Burdwan, Purba Bardhaman - 713101, West Bengal, India and previously residing at 11 No. Rose Villa, G N Mitra Lane, P.S - Burdwan, Purba Bardhaman, West Bengal- 713101, India ; shall henceforth be known as *BISHWANATH GHAR* as declared before the Executive Magistrate court, Purba Bardhaman, West Bengal vide affidavit no - 10358 Dated - 20/03/2025.
BISWANATH GHAR and *BISHWANATH GHAR* both are same and identical person. 243/4

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, থানা জামালপুর, সামিল মৌজা- খাঁপুর, জে.এল.নং ৪৫, এল.আর. খতিয়ান নং. ৩৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৭৬ হইতে ০২ শতক পরিমিত সম্পত্তি স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর বৈধ ওয়ারিশন স্বরূপে (১) শ্রীমতী শ্রাবণী পালিত, (২) শ্রীমতী দেবী বিশ্বাস, (৩) শ্রীমতী ইতি দত্ত মালিক হইয়া গত ইংরাজী ২০২০ সালে জামালপুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের ০০০৪৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর পুত্র তথা ওয়ারিশ সুশান্ত ঘোষকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তৎপরে উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমমোক্তারের অংশ সহ আমমোক্তারদাতাদের অংশ গত ইংরাজী ২৬.০৪.২০২৪ তারিখে জামালপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ০১২৪৬ নং কোবালা দলিল মুলে সুরজিৎ তা, পিতা- মহাদেব তা খরিদ করিয়া MN/2024/0204/7689 নং কেস মুলে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কারও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বি.এল.এ্যন্ড এল.আর.ও জামালপুর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

সোমনাথ ঘোষাল, এ্যাডভোকেট
রুম নং - ৫, শরৎ কক্ষ
পূর্ব বর্ধমান জেলা জজ আদালত
243/6

আমার মক্কেল ব্রিজিত সাহা, পিতা- ব্রিজেশ সাহা মঙ্গলপুর সুভাষ কর্নার বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর-এর স্থায়ী বাসিন্দা, ইনি বিজন বিহারী সাহা ওরফে বিজন সাহা ওরফে বিজন কুমার সাহা নিকট হইতে দলিল নং- ১০৯২৩/২০২১ তারিখ- ০৪.১০.২০২১ Additional Registrar of Assurances- IV Kolkata আমমোক্তার ব্রিজেশ সাহা মারফত জেলা- নদীয়া ব্লক- চাকদহ জে.এল. নং- ৩১ মৌজা- জয়কৃষ্ণপুর দাগ নং- ৬০২/২১০৭ খতিয়ান নং-এল আর ১৪০৪ ও ১৩৪৪ যথাক্রমে ০৮ শতক এবং ১.৫ শতক মোট ৯.৫ শতক জমি খরিদ করেন।
ব্রিজেশ সাহা, পিতা- মৃত বিজন কুমার সাহা, সাং- মঙ্গলপুর সুভা কর্নার বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর, বিজন বিহারী সাহা, ওরফে বিজন সাহা ওরফে বিজন কুমার সাহা-এর নিকট হইতে দলিল নং.- ০৮০১৮/২০১৪ তাং ১০.১১.২০১৪ Additional Registrar of Assurances-III, Kolkata- মোতাবেক আমমোক্তার নিযুক্ত হয়েছেন।
ব্রিজিত সাহা খরিদা জমি Chakdah BLRO-তে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। মিউটেশন কেস নং- MN/2025/1301/6674 dated 17.03.2025 উক্ত আমমোক্তার নামা বা মিউটেশন-এর বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে Chakdah BLRO-তে লিখিত আকারে পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক মিউটেশন-এর আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হইবে।
যোগাযোগ- ৮০১৬১০৫৫৭০

Rakimuddin Sarkar, Advocate
Balurghat Court, D/D
Enrolment No. F/1973/1294/2021
243/7

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমত্যা শ্বেতবরণী সাঁতরা, স্বামী-ঁগুণধর সাঁতরা, সাং- কৃষ্ণনগর, ডাকঘর ও থানা ও পৌরসভা- ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১২-এর ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় নিম্নলিখিত কিয়দ রেকর্ডভুক্ত কিয়দ খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থাকাকালীন তিনি শ্রী উত্তম সাঁতরা, পিতা-ঁগুনধর সাঁতরা, সাকিম-কৃষ্ণনগর, ডাকঘর, থানা ও পৌরসভা-ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১২১২ মহাশয়কে IV-019/2016 A.D.S.R. Ghatal অফিসে পাওয়ারনামা প্রদান করিয়াছেন। উপরোক্ত পাওয়ারনামা মূলে তিনি A.D.S.R. Ghatal অফিসে ইং ১৯/০৭/২০১৭ তারিখে ২৮৮০ নং বিক্রয় দলিল মূলে জয়রাম জানা, পিতা- ঁসুধীর জানা, সাকিম ও ডাকঘর-মনসুকা, থানা-ঘাটাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১২১২-কে মনসুকা মৌজায় জে এল নং ২৫, হাল ৩৮৪৮ দাগে ২০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ঘাটাল B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানি সম্পন্ন হইবে।

Anup Kumar Samanta
Advocate, 07.03.2025
243/10

বিজ্ঞপ্তি

In The Presidency Small Causes Court at Calcutta
Before the Learned Vith Bench
Misc. Case No. 157 of 2022
arising out of
Ejectment Suit No. 196 of 2009
Smt. Subhra Kar & Ors.
...Plaintiffs
-Versus-
Sri Sanjoy Chowdhury & Anr.
...Defendants
To
Smt. Sharbani Das
marred daughter of Late Sipra Chowdhury
of BE-96, Tara Abasan,
Rabindra Pally, P.S.- Baguiati,
Village- Town Rajarhat, In the District of North 24 Parganas,
Kolkata- 700 101
Legal Notice
Whereas Smt. Kar and Others of 8B, Madhugupta Lane, Police Station- Muchipara, Kolkata- 700012 as plaintiffs have filed an ejectment suit bearing No. 196 of 2009 (Misc. Case No. 157 of 2022) before the Learned VIth Bench, Presidency Small Causes Court, Calcutta against the defendants/ tenant.
You are hereby directed to appear in person or throuth your advocate or authorised representative as per law before the Learned VIth Bench Presidency Small Causes Court, Calcutta on 16.05.2025 at 10.30 A.M. in the above Court in default the Ejectment suit will be heard Exparte against you by the Learned Court in your absence.

Sd/- 27.02.25
Head Assistant in Charge
Presidency Small Cause Court
Calcutta
243/3

আমার মক্কেল শ্রী সুব্রত কুমার মিত্র, পিতা- মৃত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং ৩২ পণ্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র রোড, পোস্ট কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১, ইংরেজি ১৮ই নভেম্বর ২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১২৫৭ নং ও ১১২৪৮ নং কোবলা দলিল মূলে জেলা নদীয়া, মৌজা ৫২ রুইপুকুর, এল আর ৩৩১৬ খতিয়ান ভুক্ত, আর. এস ২০৫০ ও এল .আর ৫৩০১ নং দাগে ১২.৩৯ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারগণ ১. ফুলুরানী বিশ্বাস, স্বামী - মৃত শম্ভুনাথ বিশ্বাস, ২.রেবা বিশ্বাস স্বামী অশোক বিশ্বাস ৩. শিখা মোদক, স্বামী স্বপন মোদক ৪. মীরা মোদক স্বামী সমীর মোদক ৫.মঞ্জু বিশ্বাস স্বামী অমৃত বিশ্বাস ৬. ইতি পরিমল বিশ্বাস স্বামী পরিমল বিশ্বাস, সকলে গত ইংরেজি ২৫ -১১-২০২২ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১২৫৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে রূপালী ঘোষ, স্বামী সনাতন ঘোষ, সাং শম্ভুনগর পোঃ- বেরিজ থানা কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০৩-কে ক্ষমতাযুক্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে, কারোর কোনরকম আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
ফোন নম্বর- 9614493985

সুমন্ত চ্যাটার্জী (এ্যাডভোকেট)
কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট নদীয়া
243/2

মোকাম- জঙ্গিপুর প্রথম নিম্ন বিভাগীয় (ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট) দেওয়ানী আদালত মোকর্দ্দমা নং.- ০২/২০২৪ মিশ সাকসেশন দরখাস্তকারী- ১) মালা দাস, বয়স- ৫৫ বৎসর, স্বামী- রণেন্দ্রনাথ দাস, সাং- রঘুনাথগঞ্জ নীলরতন কলোনি, পোঃ ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন নং.- ৭৪২২২৫
২) প্রসেনজিৎ নন্দী, বয়স- ৪৩ বৎসর, পিতা- স্বর্গীয় পিযুষ নন্দী, ফ্ল্যাট নং.- ২বি, দ্বিতীয়তল, বাগুইআটি, মার্কেট কমপ্লেক্স, দেশবন্ধুনগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং.- ৭০০০৫৯, হাল সাং- C/o Principal Dr. B.C. Roy P.G.I.S. 111 Narkeldanga Main Road, P.O. & P.S.- Phool Bagan, Kolkata- 700054.
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং. মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী পক্ষদ্বয় তাহাদের পূর্বাধিকারী কনকজ্যোতি মজুমদার, স্বামী- স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মজুমদার, সাং- রঘুনাথগঞ্জ নীলরতন কলোনী, পোঃ ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ মহাশয়ার মৃত্যুন্তে একমাত্র আইনতঃ ওয়ারীশ স্বরূপে কনকজ্যোতি মজুমদার মহাশয়ার জমাকৃত টাকা অর্থাৎ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রঘুনাথগঞ্জ শাখা যাহা বর্তমানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক রঘুনাথগঞ্জ শাখায় জমাকৃত
1. Fixed Deposit FDGNS Account no. 0466100172431 Amount Rs. 3,00,000.00
2. Fixed Deposit FDGNS Account no. 0466100189064 Amount Rs. 3,00,000.00
3. Fixed Deposit FDGNS Account no. 0466100238304 Amount Rs. 5,00,000.00
4. Savings Account no. 0466010214761 Amount Rs. 4,27,639.59
Total Amount Rs. : 15,27,639.59/-
(Rupees Fifteen Lakh twenty seven thousand Six hundred thirty nine and fifty nine paisa Only) with present Interest Amount আদায় পাইবার জন্য আদায় পাইবার জন্য সাকসেশন সার্টিফিকেট তাহাদের অনুকূলে ইস্যু করিবার প্রার্থনায় মাননীয় আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিন মধ্যে আইননুগ আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
সামীম আনসারী, সেরেস্তাদার
জঙ্গীপুর প্রথম জঙ্গীপুর প্রথম নিম্ন বিভাগীয় (ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট) দেওয়ানী আদালত,
মুর্শিদাবাদ (I/C) 20.03.2025
243/8

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি
কোনও বিজ্ঞাপন সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি ও বক্তব্য বিষয়ে এই সংবাদপত্র কোনও নিশ্চয়তা বা দায়িত্ব বহন করে না।

অসমে প্রশ্নফাঁস একাদশের, বাকি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত শিক্ষামন্ত্রীর

গুয়াহাটি : আবার প্রশ্নপত্র ফাঁস! এ বার অসমে। তার জেরে সে রাজ্যের একাদশ শ্রেণির বোর্ডের বাকি সব পরীক্ষা বাতিল করল সরকার। শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু জানান, আগামী ২৪ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত একাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। মোট ৩৬টি বিষয়ের পরীক্ষাই বাতিল করতে হচ্ছে। কারণ, বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি প্রশ্নফাঁস হয়েছে। তবে এই বাতিল হওয়া পরীক্ষা আবার কবে হবে, তা শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু নিশ্চিত করেননি।

শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে একাদশ শ্রেণির বাকি পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অসমের উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম বর্ষ অর্থাৎ একাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল চলতি মাসের ৬ তারিখ। কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন বার বার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের জেরে শুক্রবারের অঙ্ক পরীক্ষা বাতিল করতে হয়। এ বার ২৪ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত সব পরীক্ষাই বাতিল করলেন কর্তৃপক্ষ। সোমবার বোর্ডের বৈঠকে পরীক্ষার পরবর্তী সূচি নিয়ে আলোচনা হবে। একইসঙ্গে তিনি যোগ করেন যে, অসম জুড়ে তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠান-সহ ১৮টি স্কুলে নির্ধারিত পরীক্ষার এক দিন আগে গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনটি সরকারি স্কুলের বিরুদ্ধেও কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা-ও বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, ১০ জেলার ১৫টি বেসরকারি স্কুলের স্বীকৃতির উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে সরকার।

এদিকে, কীভাবে গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস হল? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরও। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি পরীক্ষার দিনের আগেই সিল করা প্রশ্নপত্রের খাম খুলেছিল। মনে করা হচ্ছে, তার পরই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বাণিজ্য চুক্তিতে 'ভারতই প্রথম' নীতিতে জোর কেন্দ্র সরকারের

নয়াদিল্লি : যে কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেবে নয়াদিল্লি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি আরও জানিয়েছেন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এখন শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার নয়, বরং 'কৌশলগত' পথ। সেই কৌশলগত কারণেই উপসাগরীয় এবং পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গেও এই চুক্তি করে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা চলছে। ভারত-মার্কিন শুল্ক-যুদ্ধের আবহে আগামী সপ্তাহে নয়াদিল্লি আসছে আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিদল। তার আগে বিদেশমন্ত্রীর এই মন্তব্য 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, বর্তমান দুনিয়ায় অনিশ্চয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আবহে ভারতও কোন দেশের সঙ্গে কীভাবে বাণিজ্য করবে, সেই রীতিনীতি, শর্তে বদল আনছে। তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য চুক্তি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এখন সেই বিষয়টির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতের অবশ্যই বোঝা উচিত।"

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই আমেরিকার সঙ্গে পারস্পরিক শুল্ক চাপানো নিয়ে দর কষাকষি চলছে ভারতের। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, যে সমস্ত দেশ আমেরিকার পণ্যে আমদানি শুল্ক চাপাচ্ছে, সেই সমস্ত দেশের পণ্যে পাল্টা শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। আগামী ২ এপ্রিল নয়া এই শুল্ক নীতি চালু হওয়ার কথা। পারস্পরিক শুল্ক চাপানোর নীতি থেকে বাদ পড়বে না ভারত। জানা গিয়েছে, ট্রাম্প যে পাল্টা চড়া শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন, তাকে প্রশমিত করতে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বসে সে দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের মধ্যে কয়েকটি চিহ্নিত করতে পারে। সেই পণ্যগুলিতে কর কম করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হতে পারে। কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, "এখন যেভাবে দুনিয়ায় অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে এ ধরনের প্রচেষ্টাকে মূল্য দিতে হবে। এই ধরনের চুক্তির কী সুবিধা, অসুবিধা, তা দেখতে হবে। পদক্ষেপ করলে কী মূল্য চোকাতে হবে, তা-ও দেখতে হবে।" তাঁর মতে, এই ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি উভয় পক্ষকেই সুবিধা দিতে পারে। তবে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, যে কোনও রকম বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের 'ভারত প্রথম' এবং 'বিকশিত ভারত'-এর নীতিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে জয়শঙ্কর আরও জানিয়েছেন, এই বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ভারতের কৌশল অনেকটাই বদলেছে। আগে এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে মূলত বাণিজ্য চুক্তি করত ভারত। এখন উপসাগরীয় এবং পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গেও সেই চুক্তি করা হচ্ছে, আর এভাবেই কৌশলগত ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কাতারে আটকে পড়ে ভারতীয় আইটি কর্মী, মোদির দ্বারস্থ পরিবার

নয়াদিল্লি : কাতারে গত তিন মাস ধরে অমিত গুপ্ত নামে এক ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী আটক রয়েছেন। গুজরাতের বাসিন্দা অমিতের পরিবারের দাবি, বিনা অভিযোগে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের দ্বারস্থ হয়েছেন অমিতের বাবা-মা। যোগাযোগ করেছেন বিদেশ মন্ত্রক এবং কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও। এদিকে, অমিত গুপ্ত 'টেক মাহিন্দ্রা'-র কর্মী। আর ওই সংস্থা জানিয়েছে, 'কাতারে আটক অমিতের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রয়েছে সংস্থার।'

অমিতের বাবা-মা থাকেন গুজরাতের ভদোদরায়। পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অমিত এক বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেন। ২০১৩ সাল থেকে তিনি কাতারেই রয়েছেন। পরিবারের দাবি, গত ১ জানুয়ারি কোনও অভিযোগ ছাড়াই অমিতকে আটক করে সে দেশের প্রশাসন। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত হেফাজতেই রয়েছেন তিনি। অমিতের বাবা-মা ইতিমধ্যে ভদোদরার সাংসদ হেমাঙ্গ যোশীর সঙ্গেও এই বিষয়ে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, গত ১ জানুয়ারি কাতারের এক রেস্তরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন অমিত। সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কী কারণে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা সে দেশের প্রশাসন স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেনি বলে দাবি অমিতের বাবা-মায়ের।

প্রসঙ্গত, অমিতের স্ত্রীও কাতারেই থাকেন। ধৃত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর বাবা জানান, অমিতের স্ত্রী কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বেশ কয়েক বার যোগাযোগ করেছেন। সূত্রের খবর, ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সহযোগিতা শুরু করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কেন্দ্রের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, ওই ব্যক্তির আটক হওয়ার বিষয়টি কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের নজরে রয়েছে। দূতাবাস থেকে ওই তরুণের পরিবারকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে ওই সূত্র। অন্যদিকে, কেন্দ্রের আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি মামলার তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়ে আটক করা হয়েছে ওই তরুণকে। তবে ওই মামলার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

ক্লোজার রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ

সুশান্ত-তদন্ত

মুম্বই : অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু মামলায় ইতিমধ্যেই ক্লোজার রিপোর্ট দাখিল করেছে সিবিআই। সুশান্তের মৃত্যুর নেপথ্যে কোনও চক্রান্তের সম্ভাবনা উড়িয়ে মুম্বইয়ের এক বিশেষ আদালতে রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। রবিবার সিবিআইয়ের এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে 'চ্যালেঞ্জ' ছুড়ে দিলেন সুশান্তের ম্যানেজার প্রয়াত দিশা সালিয়ানের বাবার আইনজীবী নীলেশ সি ওঝা। তিনি দাবি করেছেন, সিবিআইয়ের এই রিপোর্টের কোনও আইনি ভিত্তি নেই। এখনও এই তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

মিরাট হত্যা মামলা

কারাগারে মাদক চাই, খাওয়া বন্ধ মুসকান-সাহিলের

নয়াদিল্লি : মুসকান রাস্তোগি এবং সাহিল শুক্লা, দু'জনের বয়স ২৭, বর্তমানে মিরাট জেলা কারাগারে আটক রয়েছেন। তারা মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতের হত্যায় অভিযুক্ত। কারাগারে থাকাকালীন তারা খাবার খেতে চাইছেন না। যা চাইছেন, তা হল মাদক। মুসকান মরফিন ইনজেকশনের জন্য এবং সাহিল মাদকের জন্য খাওয়া দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, দু'জনই খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। একটাই দাবিকে ঘিরে চলছে হইচই। গাঁজা আর ড্রাগ চাই। এতেই নাকি শান্ত হবেন তারা। ইতিমধ্যেই কারাগারের চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা করছে এবং মাদক ছাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুসকান প্রথম রাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার মাদকাসক্তির চিকিৎসা শুরু হয়। সাহিলও মাদক না পেয়ে রেগে গিয়ে কারাগারে হইচই করতে থাকেন। এদিকে, চিকিৎসকদের মতে, তাদের এখন খাবার খেতে সমস্যা হচ্ছে, যা মাদক ছাড়ানোর সময় সাধারণত দেখা যায়। চিকিৎসকরা বলেছেন, তাদের শারীরিক অবস্থা ঠিক হতে ৮-১০ দিন লাগতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদক সেবন দীর্ঘদিন চললে মানুষের মস্তিষ্ক ঠিক করে কাজ করতে পারে না এবং তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। উল্লেখ্য, জেল কর্তৃপক্ষ নেশামুক্তি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা ও কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। দুই অভিযুক্তকেই অন্যান্য বন্দিদের থেকে দূরে রাখা হয়েছে আপাতত।

রথ ভেঙে পড়ার মুহূর্ত। রবিবার বেঙ্গালুরুতে। —পিটিআই

বেঙ্গালুরুতে ১০০ ফুট রথ ভেঙে মৃত ২ ভক্ত

বেঙ্গালুরু : বেঙ্গালুরুর ঐতিহাসিক মাদ্দুরাম্মা মন্দিরে মর্মান্তিক কাণ্ড। রায়সান্দ্রা উৎসবে ১০০ ফুট উঁচু রথ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল দু'জনের। আহত অন্তত ১৫ জন। আহতদের স্থানীয় হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শনিবার রায়সান্দ্রা উৎসব উপলক্ষে বিপুল ভক্ত সমাগম হয় ওই মন্দিরে। ঐতিহ্য মেনে মন্দিরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আকাশছোঁয়া সেই রথ। তখনই ভারী বৃষ্টি শুরু হয়। দুর্যোগের কারণে আচমকাই ভেঙে পড়ে ওই ১০০ ফুট উঁচু রথ। আর তাতেই চাপা পড়ে মৃত্যু হয় দু'জনের।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মৃত একজনের নাম রোহিত (২৬)। তিনি তামিলনাড়ুর হোসুরের বাসিন্দা। পেশায় অটোচালক। অন্যজন, বেঙ্গালুরুর জ্যোতি (১৪)। পেশায় ফুলবিক্রেতা। রায়সান্দ্রা উৎসব উপলক্ষে দু'জনেই অন্যান্য ভক্তদের মতো ওই মন্দিরে এসেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় আহত হয়েছেন বহু ভক্ত। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই ঘটনায় বেঙ্গালুরু গ্রামীণ পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ''বেঙ্গালুরুর আনেকাল এলাকায় একটি উৎসব চলাকালীন ১০০ ফুট লম্বা একটি রথ ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় দু'জনেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। আহত বেশ কয়েকজন। প্রাথমিকভাবে বৃষ্টির জন্য এহেন বিপদ ঘটলেও বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ। সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' এদিকে, আয়োজকদের বিরুদ্ধে অবহেলার কারণে মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছেন ভক্তদের একাংশ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রথ টানার সময় আয়োজকেরা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে চলছিলেন কি না, সে সব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিল্লির পার্কে ঝুলন্ত দেহ!

নয়াদিল্লি : দিল্লির ডিয়ার পার্কে কিশোর-কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রবিবার সাত সকালে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এদিন সকালে পার্কের একটি গাছ থেকে যুগলের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, তাঁরা আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, দক্ষিণ দিল্লির হওজ খাস এলাকার ডিয়ার পার্কে এদিন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কিশোর ও কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান এক নিরাপত্তারক্ষী। অন্যদিকে, ছুটির দিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এই দৃশ্য দেখে রীতিমতো চমকে যান স্থানীয়রা। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

শিক্ষার আলোয়। ছত্তিশগড়ের বস্তারে পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষায় স্থানীয় বয়স্ক গ্রামীণ মানুষ। রবিবার। —পিটিআই

নতুন উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউ আলিপুর কলেজ এবং বেহালা কলেজের 'মউ' অনুযায়ী গত ১৯ মার্চ ২০২৫ থেকে নিউ আলিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ড. জয়দীপ ষড়ঙ্গী এবং বেহালা কলেজের অধ্যক্ষ শর্মিলা মিত্রের প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছে ছাত্র-বিনিময় কার্যক্রম।

দু'মাসব্যাপী চলবে এই কার্যক্রম। প্রথম পর্যায়ে বেহালা কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সিক্সথ সেমেস্টারের উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্সের ছ'জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে নিউ আলিপুর কলেজে উদ্ভিদ ও শারীর